দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 04-JUN-2009
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম 8

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
৯ জমাঃ সানি, ১৪৩০ হিজরি
THURSDAY 4 JUNE 2009

[redacted]

বেসরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে নীতিমালা শিথিল

□ নিজামুল হক □

দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পাঁচ হাজার পদ এখনো শূন্য রয়েছে। ফলে ভারপ্রাপ্তদের দিয়েই চলছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোতে বেশ কিছু অভিজ্ঞতার শর্ত জুড়ে দেয়ায় তা পূরণ করতে পারেননি শিক্ষকরা। ভারপ্রাপ্ত থেকেই এরা অবসরে যাচ্ছেন। বিষয়টি আমলে নিয়ে সরকার ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো নীতিমালায় কিছুটা সংশোধন এনে প্রধান শিক্ষক হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছে।

৫ হাজার পদ শূন্য

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি। এর মধ্যে বর্তমানে ৫ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রতিদিন এ সংখ্যা বাড়ছে।

সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হতে ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। এর আগে প্রধান শিক্ষক হতে ৩ বছরের (১৫শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারি স্কুলে (১ম পৃঃ পর)

সরকারি এবং শিক্ষকতা অভিজ্ঞতাসহ ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার বিষয়টি উল্লেখ ছিল। ১৯৯৫ সালে নতুন নীতিমালা তৈরির পূর্বেই এ অভিজ্ঞতা ধরে নিয়োগ ছিল। এছাড়া সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হবে। শিক্ষকরা বলেছেন, ১৯৯৫ সালে সরকার শিক্ষকদের জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি করে শিক্ষা সংস্কারের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। এ কারণে ১৪ বছর ধরেই দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হচ্ছে। এ কারণে শূন্য পদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজারের বেশি।

১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক অবসর গ্রহণ করলে বা মারা গেলে উক্ত পদে নতুন কোন শিক্ষক-কর্মচারি নিয়োগ দেয়া যাবে না। ফলে দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষক সংকট বাড়ছে। সূত্র জানায়, ২০০৬ সালে সরকার কর্তৃক এক জরিপে দেখানো হয়েছিল, দেশে নীতিমালার বাইরে ৩০ হাজার শিক্ষক অতিরিক্ত রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, দেশে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে কোন শিক্ষার্থী নেই। অথচ ২০-৩০ জন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষকের চেয়ে ছাত্র সংখ্যা বেশি। ফলে অনেক ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা কম। ১৯৯৫ সালের নীতিমালা অনুযায়ী যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশি ছাত্র রয়েছে তাদের শিক্ষক জনবল কম থাকলেও নতুন করে শিক্ষক-কর্মচারি নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না বলে শিক্ষকরা জানান। এছাড়া খাস কোনো ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোতে কঠিন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে প্রতি শ্রেণীকক্ষে ৮০-৯০ জন শিক্ষার্থী এক সাথে বসে ক্লাশ করতে হয়।